দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

০৪

শিক্ষাঙ্গনে

গোপালগঞ্জ ডিগ্রী মহিলা মহাবিদ্যালয়

দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আপোষহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের গৃহীত স্কুল-কলেজ জাতীয়করণের নীতিমালার মধ্যে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নতুন অনেক জেলা সদরে (মহকুমা থেকে জেলায় উন্নীত) ইতিমধ্যে ৩টি কলেজ সরকারী করা হয়েছে। পক্ষান্তরে গোপালগঞ্জ জেলা সদরে মাত্র ১টি সহশিক্ষার সরকারী কলেজ রয়েছে। কিন্তু দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। আর দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী শিক্ষার প্রসার অবশ্যই প্রয়োজন। এ লক্ষ্যেই অবহেলিত গোপালগঞ্জ জেলার নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে গোপালগঞ্জ জেলা সদরে গোপালগঞ্জ ডিগ্রী মহিলা মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার বর্তমান ছাত্রীসংখ্যা ৬ শতাধিক এবং শিক্ষকের সংখ্যা ২৪ জন। শুধু তা-ই নয়, কলেজটির পরীক্ষার ফলাফল প্রথম থেকে অদ্যাবধি অত্যন্ত সন্তোষজনক। ১৯৯১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলেজটি জেলার মধ্যে ফলাফলের দিক দিয়ে দু'টি স্টারসহ প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে। এছাড়াও কলেজটির সুরম্য দ্বিতল ভবনটি অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে ৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বলা চলে, কলেজটি সরকারীকরণের সকল যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু কলেজটি অদ্যাবধি সরকারী না হওয়ায় নানা প্রকার সমস্যার জন্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। ফলে, নারী শিক্ষার প্রসার দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সরকারের নিকট আকুল আবেদন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক গৃহীত শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বাগ্রে গোপালগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত জেলার একমাত্র মহিলা কলেজ "গোপালগঞ্জ ডিগ্রী মহিলা মহাবিদ্যালয়"টিকে সরকারীকরণ করে অবহেলিত অঞ্চলের নারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করুন।

—জি, এম, আতাউর রহমান,

নিমসার জুনাব আলী কলেজ

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার অন্তর্গত নিমসার জুনাব আলী কলেজটি কুমিল্লা জেলা শহর হতে ৯ মাইল পশ্চিমে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বে পল্লীর মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ২ বার এই কলেজে পদার্পণ করেছিলেন। এ কলেজের বিস্তীর্ণ সমতল খেলার মাঠ এবং কলেজ ভবন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উদার ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার স্বাক্ষর বহন করছে। চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত সুপরিসর অঙ্গন, সুদীর্ঘ দ্বিতল কলেজ ভবন, সুসজ্জিত গবেষণাগার, বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ, স্টাফ কোয়ার্টার, লাইব্রেরী ও পর্যাপ্ত আসবাবপত্র এবং শিক্ষাপোকরণসমৃদ্ধ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বুড়িচং উপজেলার একমাত্র ডিগ্রী কলেজ। যেই এলাকায় কলেজটি প্রতিষ্ঠিত তা দেশের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ একটি অঞ্চল। এলাকাবাসীর অধিকাংশই দরিদ্র। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ফি ও শিক্ষার আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার অনেক বেশী। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা খুব কম। তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার পল্লীর দরিদ্র মানুষের সন্তান-সন্ততির উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগকে সুলভ ও নিশ্চিত করবার জন্য প্রতি উপজেলায় একটি কলেজ সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিদ্যোৎসাহী সরকারের কল্যাণকামী এই নীতিকে আমরা অভিনন্দন জানাই। এই সাথে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আন্তরিক ও উদার পৃষ্ঠপোষকতাধন্য এবং বুড়িচং উপজেলার দরিদ্র মানুষের সন্তান-সন্ততির স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা লাভের একমাত্র অবলম্বন নিমসার জুনাব আলী কলেজটিকে সরকারীকরণের জন্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সদয় ও আশু পদক্ষেপ কামনা করছি।

—আলহাজ্জ হাফিজুল্লাহ ভূঁইয়া